অভিযোজিত শিক্ষণ ঃ অভিযোজিত সহ-পরিচালনাকে রূপায়ণের জন্য একটি ব্যবহারিক পরিকাঠামো

দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নির্বাচিত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণ।

অভিযোজিত শিক্ষণ

স্বীকৃতি পত্র

লাও পি ডি আর, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া এবং ভারতের পঃ বাংলায় মৎস সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিযোজিত সহ পরিচালনার প্রচেষ্টাকে রূপায়ন করার চেষ্টা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে উপযোগী পদ্ধতিতে ব্যাবহারের জন্য এই নির্দেশিকা তৈরী করা হয়েছে। ১৯৯৯ ইহা শুরু হয়েছিল, অভিযোজিত শিক্ষনের প্রকল্পের বিকাশ হয়েছে, পরীক্ষিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সম্পদ ব্যবস্থায় তার মুল্যয়ন করা হয়েছে এবং কিছু প্রাপ্ত শিক্ষাকে এই ছোট প্রকাশনায় বর্ণনা করা হয়েছে।

এই অভিজ্ঞতা হচ্ছে, মার্গ লিমিটেড (লন্ডন, ইউ. কে.), আর ডি সি (সাভানকাহেট লাও পিডি আর), মেকস্ রিভার কমিশন (ভিয়েনটিএন, লাও পি ডি আর), ওর্য়াল্ড ফিশ সেন্টার (পেনাঙগ, মালেশিয়া), পঃ বাংলার ডির্পাটমেন্ট অফ ফিশারিজ এন্ড এগ্রিকালচার (ব্যারাকপুর, ভারতবর্ষ) সকালের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলাফল ওবং প্রচুর লোকেদের অংশগ্রহন এবং সহযোগিতা ছাড়া এই ফলাফল পাওয়া সম্ভব ছিলনা। বিশেষ করে আমরা কৃতঞ্জ সাভানকাহেস্ট ডিপার্টমেন্ট অফ লাইভষ্টক এন্ড ফিশারিসের (ডি. এল. এফ.) প্রসার কর্মী এবং পঃ বাংলার ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ এন্ড এগ্রিকালচার যারা প্রয়োজন মাফিক এবং উৎসাহ সহকারে তাদের কর্মী দিয়ে আমাদের কাজে সহযোগিতা করেছে। উপরন্তু গ্রামের অংশ গ্রহনকারীদের উৎসাহ এবং উদ্যম ছাড়া হয়তো খুবই কম সাফল্য পাওয়া যেত, যারা এই কাজে অংশগ্রহন করতে রাজী হয়েছিল এবং তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিল। আমরা তাদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আমরা সেই সকল লোকেদের কাছেও কৃতজ্ঞ যারা মূল্যবান সময় দিয়ে মূল নির্দেশিক অবগত করেছিল এবং প্রথমা খসড়ার উপর তাদের মতামত দিয়েছিল। ষ্টীম ইনিশিয়েটিভকেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অনুবাদে সাহায্য করার জন্য এবং এই নির্দেশিকাকে সাইমন বুশকে বিতরণ করার জন্য যিনি কিছু ছবি তুলেছিলেন,এবং জেফ ইডেন যিনি এই প্রকল্পের লোগো বানিয়েছিলেন।

মৎস সম্পদের বৃদ্ধির জন্য অভিযোজিত শিক্ষন প্রচেষ্টা এবং ইউনাইটেড কিংডমের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশানাল ডিপার্টমেন্টের (ডি. এফ. আই ডি) সাহায্য প্রাপ্ত ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স প্রোগ্রামের (এফ.এম.এস.পি.) একটি অঙ্গ "অভিযোজিত শিক্ষনের উন্নতিকরন" প্রকল্পের ফলাফল হচ্ছে এই নির্দেশিকা। এইখানে যে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাক্ত করা হয়েছে তা ডি এফ আই ডি'র জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

প্রতিলিপি পাওয়া যাবে :

মার্গ লিমিটেডে, ৩১৪ কুইন ষ্ট্রীট, লন্ডন ডব্লু জে ৫ পি এন

ওয়েব ঠিকানা : **http:// www. mragltd.com**

দূরাভাষ : **+44(0)207255** ফ্যাক্স : **+44(0) 2074995388**

ই-মেল **enquiry@mrag.co.uk**

(লেখাআছে)

গ্যারত্তয়ে, সি. জে. অ্যান্ড আর্থার, আর, আই. ২০০৪, অ্যাডাপ্টি ভ লার্নিং ঃ আ প্র্যাকটিকাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দা ইমপ্লিমেনটেশন অফ অ্যাডাপ্টি কাল ফ্রেম ওয়ার্ক ফর দা ইমপ্লিমেনটেশন অফ্ অ্যাডপ্টি ভ-কো ম্যানেজবেন্ট — লেসনস্ ফ্রম সিলেক্টেড এক্সপিরিয়েন্স ইন সাউথ এন্ড সাউথ ইষ্ট এশিয়া, মার্গ লিমিটেড, লন্ডন।

© ২০০৪, সি গ্যারাওয়ে, আর আর্থার

সূচীপত্র

এই সকল নির্দেশাবলী কেন? ৪
নির্দেশাবলীর পরিকাঠামো ৫

প্রথম পরিচ্ছদ — সামগ্রিক দর্শন
শিক্ষণের উপর একটি আলোকপাত ঃ সিদ্ধান্ত - এক ৬-৭
সবার দ্বারা শিক্ষন সিদ্ধান্ত - দুই ৮-৯
ভিত্তিস্থাপন ১০ - ১১
অভিযোজিত শিক্ষণের বিভিন্ন পর্য্যায় ঃ একটি পরিকাঠামো ১২-১৩
মূল শিক্ষণীয় বিষয় (প্রথম পর্ব) ১৪
দক্ষিণ লাও পি ডি আর থেকে একটি দৃষ্টান্তমূলক পাঠ ১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ— শিক্ষণের প্রস্তুতি
কারা এতে সংযুক্ত থাকবে এবং কিভাবে ঃ অংশীদারদের চিহ্নিত এবং নির্দ্ধারণ করা ১৬-১৭
যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ এক অপরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ করা ১৮-১৯
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা ঃ একটি বিধির পরিকাঠামো ২০-২১
শিক্ষণের সুযোগগুলিকে চিহ্নিত করাঃ একটি নিবাচনী প্রক্রিয়া ২২-২৩
গবেষণার পরিকল্পনা তৈরী করাঃ একটি লোক কেন্দ্রীক প্রচেষ্টা ২৪-২৫
মুল শিক্ষণীয় বিষয় (দ্বিতীয় পর্ব) ২৬
পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি দৃষ্টান্তমূলক পাঠ ২৭

তৃতীয় পরিচ্ছদ- শিক্ষন
তথ্য উৎপাদন ঃ দায়িত্ব বন্টন ২৮-২৯
তথ্য বন্টন করা ৩০-৩১
মূল শিক্ষণীয় বিষয় (তৃতীয় পর্ব) ৩২
কিভাবে অভিযোজিত শিক্ষণ পৃথক ৩৩

চতুর্থ পরিচ্ছদ — শিক্ষণের মূল্যায়ণ
মূল্যায়ণ — উন্নয়ণের মূল ৩৪-৩৫
মূল্যায়ণ — পদ্ধতি ও ফলাফল ৩৬-৩৭
দৃষ্টি ভঙ্গি কতটা মূল্য নিরুপক? ৩৮
মূল শিক্ষণীয় বিষয় (চতুর্থ পর্ব) ৩৯

পঞ্চম পরিচ্ছদ
সম্পদ এবং সহায়িকা ৪০
নির্দেশিকা এবং ব্যবহার বিধি ৪১
সংযোগকারী গবেষক ৪২
সংগঠনগুলি সম্বন্ধে ৪৩
যোগাযোগ ৪৪

প্রচ্ছদের ছবি ঃ সাইমন বুশের তোলা লাও পি ডি আর এর সাভানাখেট চামপণের ধান ক্ষেত্রের মধ্যে সূর্যোদয়।
জেফ ইডেনের মূল লোগের উপর ভিত্তি করে এই প্রজেক্টের লোগো নির্ধারিত **(j.eden@rbgkew.org.uk).**
এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েব সাইট থেকে **(http://www.mragltd.com)** এবং ফিসারিস ম্যানেজমেন্ট এর সাইন্স প্রোগ্রামের ওয়েব সাইট থেকে। **(http:/fmsp.org.uk)**

এই সকল নির্দেশাবলী কেন?

এই সকল নির্দেশাবলীর লক্ষ্য

জটিলতা

অনিশ্চয়তা

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মৎস্যপালন পরিচালনে আমরা শেষ পাঁচ বছর ধরে অভিযোজিত শিক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গিকে কার্যকরী করে এসেছি। অন্যান্য পুনপ্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মত মৎস্যপালন ও জটিল এবং প্রগতিশীল তাদের প্রকৃতি ও পরিচালন ব্যবস্থার বিচারে জটিল ও প্রগতিশীল। এর অর্থ এই যে, কিভাবে পদ্ধতি কাজ করবে বা পরিচালন পদ্ধতির ফলাফল ঠিক কি হবে তা পূর্বানুমান কখনোই বলা সম্ভব নয়। সম্পদ পদ্ধতিকে ঘিরে থাকা অনিশ্চয়তা। পদ্ধতির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে দেয় না।

দক্ষিণী ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অর্ন্তস্থলীয় মৎস্যপালন পরিচালনে আমাদের অভিজ্ঞতা এই ভাবায় যে, এই পরিস্থিতিতে পরিচালনের সাথে যুক্ত মানুষদের প্রদর্শকের অভাব আছে। প্রচলিত নির্দেশাবলী যা আমরা দেখেছি তা প্রায়শই, সেরা অনুশীলন থেকে শুধুমাত্র নেওয়া এবং এটাও ভেবে নেয় যে সম্পদকে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই বর্তমান। এটি জটিল ও প্রগতিশীল জৈব অর্থনৈতিক পদ্ধতির ধাঁচে সামান্য ভিন্ন এবং প্রায়শই নিম্ন প্রযুক্তি, নিম্ন দক্ষতা ও লভ্য মূলধনের অভাবের বৈশিষ্ঠ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিচালন "সেরা অনুশীলন" নিজে অনিশ্চিত বা অজানা তা নয়, এই অনুশীলনকে কার্যকরী করার সম্পদ জানা থাকলেও তার অভাব আছে।

যখন অসুবিধার কথা বলা হয় তখন আমরা বিশ্বাস করি যে এর অনেক সুযোগও আছে। স্থানীয় ব্যবহার কারীদের অর্থনৈতিক মূলধন কম থাকলেও, সম্পদ পদ্ধতি, পরিচালন ব্যবস্থা, স্থানীয় গোষ্ঠী ও তাদের ব্যবহার যোগ্য চাহিদার উপর প্রচুর জ্ঞান আছে। প্রায়শই সম্পদ পদ্ধতি, যেমন ধান ক্ষেত ও জলাধার, তাদের জীব বিজ্ঞান এবং/অথবা পরিচালন ব্যবস্থার আঙ্গিকের ভিন্নতা ও সমতা আছে, ফলে পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ও শিক্ষা নিতে তা সুবিধা প্রদান করে। এই সুবিধা দেবার ফলে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সময়ের সাথে

আমরা মনে করি যে উন্নয়নশীল দেশের এই পরিস্থিত খুবই সাধারণ এবং এদের সাথে অর্থকারী কিছু নিয়ন্ত্রক অবশ্যই লাভজনক। ফলতঃ এই নির্দেশাবলী এই ফাঁক পূরণ করার লক্ষ্যে তৈরী এবং আমাদের অভিজ্ঞতা সবাইকে জানানোর ইচ্ছার ফল। পরীক্ষার ফলাফল বলছে যে, এই পরিস্থিতিতে অভিযোজিত শিক্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি ও সহপরিচালনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকরী।

অভিযোজিত শিক্ষণ কি?

আমরা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে অভিযোজিত শিক্ষণ নিয়ে বিশদ আলোচনা করব। কিন্তু সংক্ষেপে, পূর্ণপ্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে পরিচালনের থেকে প্রাপ্ত লাভ আশাতীতভাবে কম বা দীর্ঘস্থায়ী নয় বা উঁচু থেকে নীচু ভাবে দেওয়া নেওয়া হয় বা স্থানীয় জটিলতা ও অনিশ্চয়তার পরিসংখ্যানে খুবই সাধারণ।

অভিযোজিত শিক্ষা তাহলে একটি পরিচালন দৃষ্টিভঙ্গি যা পরিস্কার ভাবে মেনে নেয় যে অনিশ্চয়তা আছে আমাদের কাছে তার সব উত্তর নেই। এই অনিশ্চয়তা নিয়ে না ঘেঁটে, এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পদ পরিচালনে অনিশ্চয়তা কমানো এবং ***একই সময়ে*** সম্পদ ব্যবস্থা দেখছে। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষণ এবং সম্পদের অনিশ্চিয়তা কমানোর ব্যবস্থা পরিচালন ব্যবস্থার অতি প্রয়োজনীয় ও যুক্তকারী অংশ হয়ে উঠেছে।

নির্দেশাবলীর পরিকাঠামো -

প্রথম পরিচ্ছদ - সামগ্রিক দর্শন

নির্দেশাবলীর এই অংশে চেনানো হয়েছে অভিযোজিত শিক্ষার সিদ্ধান্ত গুলি ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গির কার্যকরণের কিছু কার্যকারীতা। কিছু প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সম্পদ এবং তৎসহ কিছু সাংগঠনিক পরিকাঠামো ও পদ্ধতি যা স্থানগত হওয়া প্রয়োজন, তাও এতে অন্তর্গত। পদ্ধতির মূল ধাপগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং মূল শিক্ষণ বিষয়গুলির সংক্ষেপ ও তার দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক রূপায়নের বাস্তব ঘটনাগুলির উদাহরণ দিয়ে পরিচ্ছেদ শেষ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ - শিক্ষার প্রস্তুতি

এই অংশে শিক্ষার ভিত্তির উপর বিশদ ব্যাখ্যা আছে। কিভাবে প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের চিহ্নিত করা সম্ভব এবং কিভাবে বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ জালিকা গঠিত ও সাজানো হবে তা এই অংশের অন্তর্গত। এরপরে আছে শিক্ষা কি পারে ও কি দরকার তা চিহ্নিতকরণের বিষদ বিবরণ। কিছু মূল শিক্ষণ নীতির সাথে এই অংশ শেষ হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছদ - শিক্ষণ

ভিত্তি গঠনের পর তৃতীয় ভাগ মূলতঃ শিক্ষা পদ্ধতির বিশদ বিবরণ নিয়ে গঠিত। শিক্ষার দুটি মূল অংশ এখানে বিশদ ভাবে আলোচিত- কিভাবে তর্থ উদ্ভাবন ও কার্যকরী তথ্য বন্টন সম্ভব। বাস্তব উদাহরণ এখানে একটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং মূল শিক্ষণ নীতির সঙ্গে এই অংশ শেষ হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছদ - শিক্ষণের মূল্যায়ণ

কোন পদ্ধতি মূল্যায়ণ ছাড়া সম্পূর্ণ নয় এবং এক্ষেত্রে ও ব্যাতিক্রম নয়, এই অংশে শিক্ষণের ফলাফল ও পদ্ধতি, উভয়েরই মূল্যায়ণ করা হয়েছে। এই মূল্যায়ণ প্রাপ্ত তথ্যের ও মানুষের শিক্ষণ ক্ষমতার উন্নয়নে মূল প্রয়োজন।

পঞ্চম পরিচ্ছদ - সম্পদ ও পরিচালিকা প্রদর্শক

এই কোষ অংশে কিছু প্রয়োজনীয় পরিচালিকা, সম্পদ ও প্রাসঙ্গিক সংস্থার বিশদ যোগাযোগ বর্ণনা করা হয়েছে।

কার জন্য এই নির্দেশিকা ও কিভাবে তা ব্যবহার করা যাবে ?

উন্নয়নের স্বার্থে, বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণপ্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনে যারা যুক্ত, তাদের লক্ষ্যে এই নির্দেশিকা। গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনা বোঝাতে ও উন্নত করতে যে ব্যক্তি বা সংস্থা ইতিমধ্যে যুক্ত বা যুক্ত হতে ইচ্ছুক, তাদের ব্যবহারের জন্যই বিশেষত এই নির্দেশিকা।

আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন তাই পদ্ধতির সামগ্রিক বিবরণ এবং তার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও তার সম্ভাব্য ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এই নির্দেশিকাকে একটি সরঞ্জাম বা বাক্স হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। পক্ষপাতিত্ব না করে কিভাবে অভিযোজিত সহ পরিচালন করা যেতে পারে এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার সাথে যুক্ত নীতি যার উপর অভিযোজিত শিক্ষণের পরিকাঠামোর ভিত্তি তার উপর জোর দিয়ে এই অংশ লেখা হয়েছে। আমরা আশা করি এগুলি আপনার প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে এবং প্রয়োজনে আপনি তা গ্রহণ করবেন।

ছবি : গ্রামবাসী ও সরকারী রাজ্য কর্মচারীরা এক মাছ ধরার দিনে উৎপাদন নথিভুক্ত করছেন। লাও, পিডিআর খামেইআনে প্রদেশ (সূত্র ঃ আর. আর্থার এবং সি গ্যারাওয়ে)

শিক্ষণের উপর একটি আলোকপাত

গোষ্ঠী শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা

সহ পরিচালনা

যারা সম্পদ ব্যবহার করে, সেই সরকারী এবং স্থানীয় গোষ্ঠীর (বামে দেখুন) মধ্যে দায়িত্ব এবং/অথবা আইন সম্মত অধিকারের সমবন্টন প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনার অংশ। বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনায় এই সহ পরিচালন দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশী স্বীকৃত এবং তা উন্নত সম্পদ পরিচালনায় বেশী কার্যকরী। বহু জায়গা, বিশেষতঃ যেখানে সম্পদ ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণে গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ দরকারী সেখানে ভাল পরিচালন ব্যবস্থা অনুসরণ করা উচিত। একটি প্রয়োজনীয় তথ্য এই যে সহপরিচালন মানে কিন্তু ***যৌথ নীতি নির্দ্ধারণ*** বা পরিচালন কার্য, তথ্য সংগ্রহ ও নির্বহন ব্যবস্থার পত্তনে যৌথ দায়িত্ব নেওয়া নয়। এর মানে আসলে সঠিক সিদ্ধান্ত তৈরী করা এবং গোষ্ঠীকেও এর ব্যাপারে সঠিক অবহিত করা।

শিক্ষণ কেন ?

পরিচালন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপট ও শিক্ষণের ওপর লেখনির জন্য অনুগ্রহ করে পঞ্চম পরিচ্ছদ দেখুন।

এটা স্বাগত নয় কিন্তু সত্যি যে পুনরুদ্ধারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালন কখনো অসমাপ্ত তথ্য নিয়েই এগিয়ে যায়। প্রাকৃতিক সম্পদ পদ্ধতি খুবই জটিল এবং সম্পদ ও তার ব্যবহারকারীদের মধ্যে বা পারস্পরিক যোগাযোগ প্রায়শই অল্প বোঝা যায়। তৎসহ, সম্পদ পদ্ধতি প্রচুর স্থানীয় বিভিন্নতা দেখায় যা এর সাধারণীকরণকে কঠিন করে তোলে। এই সাধারণীকৃত সমাধানের ব্যর্থতা যা প্রায়শই "ব্লু-প্রিন্টের" মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তা জটিল ও অনিশ্চিত পরিবেশে অভিযোজিত শিক্ষার মত পরিচালন দৃষ্টিভঙ্গির উপর বেশী আলোকপাত করে যা বেশী স্থান বিশেষক ও করিৎকর্মা সমাধানে দ্রুত পৌছতে সাহায্য করে।

অভিযোজিত শিক্ষার মূল আসলে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে যা ১৯৭০ এর মাঝামাঝি সময়ে উৎপত্তি লাভ করে। পুনরুদ্ধার যোগ্য সম্পদ পরিচালনা অর্থনৈতিক নীতি এবং উন্নত পরিচালন ক্ষেত্রের মাধ্যমে এইসব দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে পৃথকভাবে উন্নতি লাভ করেছে (বামে দেখুন)। যদিও প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর প্রভাব প্রতি ক্ষেত্রে ভিন্ন কিন্তু এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি একই প্রাথমিক ধারণা মেনে চলছে। তাই সঠিক জ্ঞান না থাকা স্বত্বেও পরিচালন কার্য প্রয়োজনীয় এবং ফলতঃ সেই পরিচালন গঠনগত শিক্ষা পদ্ধতির একটি অংশ, যেখাসে পরিচালন এবং শিক্ষণ ***একই সময়ে*** ঘটে চলেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রথাগত পরিচালন পদ্ধতির বিপরীত ধর্মী বিশেষতঃ প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে যেখানে গবেষণা ও শিক্ষণ সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত তৈরীতে উদাসীন এবং যেখানে পরিচালনের ***পূর্বে*** শিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়।

শিক্ষণ কি ?

শিক্ষণের প্রকৃতি, বিশেষ করে সাংগঠনিক শিক্ষা ও শিক্ষা সংগঠনের (বামে দেখুন) বিষয়ে অনেক কথা লেখা হয়েছে। বহু মতামতের মধ্যে অভিযোজিত শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গির কার্যকরণে যে ধারণা আমরা খুঁজে পেয়েছি (এবং এই পুস্তিকায় যা আবার ব্যবহৃত হয়েছে) তা একটি তিনটি ধাপের পদ্ধতিকে দেখা যা গঠিত হয়েছেঃ তথ্য উদ্ভাবন, তথ্য বিভক্তিকরণ ও তথ্য ব্যবহার (লেখচিত্র দেখুন), লেখচিত্রটি একটি বৃত্তের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কারণ শিক্ষণের ফলাফলের কার্যকরণ, এর ভেতরে ও বাইরে তথ্য উদ্ভাবনে সাহায্য করে।

তথ্য উদ্ভাবন

নামের মধ্য থেকে বোঝা যায় যা তথ্য উদ্ভাবন আসলে নতুন তথ্য তৈরী বা ইতিমধ্যে প্রাপ্ত তথ্যের উন্নতিকরণ।

ছবি ঃ পশ্চিমবঙ্গের মোহনায় ধান-মাছ চাষ পদ্ধতির মজুত প্রকারের তথ্যের বিশ্লেষণ। (সূত্র ঃ আর. আর্থার)

সিদ্ধান্ত এক

প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনায়, এই তথ্য দুই রকম ভাবে উদ্ভাবন করা যায়ঃ পরিচালন পদ্ধতিতে (পরোক্ষ তথ্য উদ্ভাবন) ইতিমধ্যে উপস্থিত বিভেদের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অথবা শিক্ষণের জন্য পরিচালন পদ্ধতিতে জোর করে অন্তর্ভুক্ত করা বিভেদের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের (প্রত্যক্ষ তথ্য উদ্ভাবন) মাধ্যমে। দুটি ভাগে পার্থক্য সময় অথবা স্থানের সাপেক্ষে যা ব্যাখ্যা করাযেতে পারে। প্রয়োজনীয় পার্থক্য যোগানের জন্য এই বিভেদ যথেষ্ট বড় হওয়া দরকার (পরীক্ষণীয় আকৃতির সংখ্যার জন্য পৃষ্ঠ ২৪ দেখুন)।

শিক্ষণের মূল বিষয়গুলি

আমাদের অভিগজ্ঞতা বলেছে যে শিক্ষণের তিন ধাপ পদ্ধতির সাথে সাথে আরো দুটি মূল বিষয় শিক্ষণের ওপর আলোকপাতের সম্পর্কে জরুরী। এগুলি দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ণকেও প্রভাবিত করে এবং এই নির্দেশিকায় ইহার বর্ণনা করা হয়েছে।

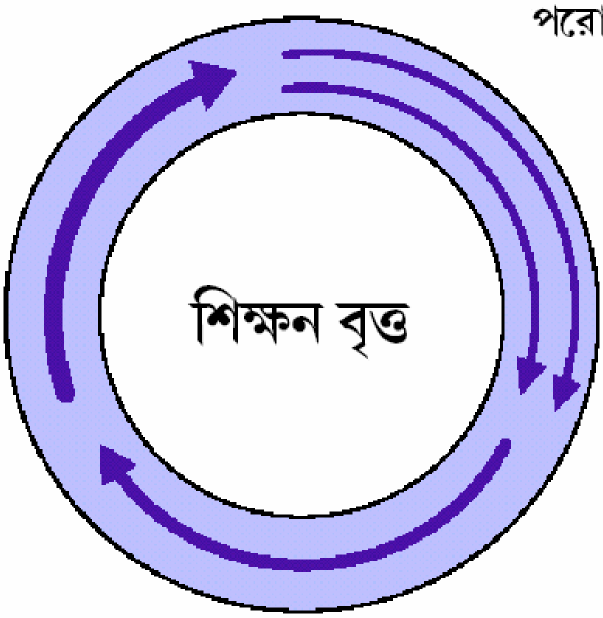

তথ্যের বিভাজন ও ব্যবহার

দলগতভাবে শিক্ষণ তখনই ঘটে যতক্ষণ না নতুন অবস্থায় তথ্যের সাধারণীকরণ ও প্রাপ্ততা হিসেবে তথ্যের বিভাজন ও সংযুক্তিকরণ তৈরী হয়। আমরা গভীরভাবে মনে করি যে, তথ্যের নতুন উদ্ভাবনের মত তথ্য বিভাজন ও অনেক গুরুত্বপুর্ণ। কার সাথে এই তথ্য বিভাজন ও ব্যবহার হবে তার কার্যকরণ কিভাবে হবে, তা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আলোচনা হয়েছে।

- পরিচালনের ফলাফল কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সঠিক ব্যবহারই নয়, কিভাবে মানুষ ব্যবহার করবে ও তাদের সম্পদ পদ্ধতির সাথে ভাব-বিনিময়ের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। আমাদের সেইজন্য পদ্ধতির সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উভয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই বুঝতে হবে।
- শিক্ষণ অবশ্যই দাবী নির্ভর ও উপযুক্ত হতে হবে। ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর জানার বিষয়ের ওপর শিক্ষণের আলোকপাত যখন সম্ভব হবে, যে কোনো তথ্য উদ্ভাবক কার্যকলাপ ঝুঁকির পরিপেক্ষিতে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেই।

সবার দ্বারা শিক্ষণ

ছবিঃ পশ্চিমবঙ্গের ট্যাংরামারি গ্রামে ঋতু ভিত্তিক জমি ব্যবহারে সি.আই.এফ. আর আই কর্মী ও মৎস্য দপ্তরের কর্মচারীদের আলোচনা। (সূত্র ঃ আর. আর্থার)

তথ্য উদ্ভাবনের পদ্ধতিতে আমরা গত অধ্যায়ে ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্থাপন করেছিলাম, যদি তা তাদের প্রয়োজনীয়তা যা আমরা ভাবি, তা না হয়ে যদি তাদের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিফলিত করে। যাহোক, পরিচালনে শিক্ষণ/গবেষণাকে আনতে আর একটি অংশীদারদের যোগদান আবশ্যক, গবেষক- যারা প্রধানতঃ হাতে কলমে পরিচালন পদ্ধতিতে যুক্ত নয়। এক্ষেত্রে তারাও এই পদ্ধতির সাথে যুক্ত।

একটি কার্য্যকারী শিক্ষণ অংশীদারী

অংশীদারদের ও তাদের বিশ্লেষণের বিষয়ে পৃ- ১৬ তে আরও জানা যাবে

একটি যৌথ অংশীদার শিক্ষণের মাধ্যমে কেবলমাত্র অংশীদারদের ভিতর নয়, সরকারী, বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও), স্থানীয় ব্যবহারকারী এবং গবেষকদের প্রত্যেকের নিজস্ব নির্দিষ্ট ক্ষমতা, দক্ষতা ও জ্ঞান গড়ে তোলার যোগ্যতা আছে। ফলে এটা শুধুমাত্র শিক্ষণের গুণমান ও উদ্দেশ্য নয়, উপকৃত মানুষের সংখ্যার উন্নতি করে। আমরা তিনটি মূল বিষয়কে ভীষণ জরুরী হিসাবে চিহ্নিত করেছি কার্যকরী শিক্ষণ অংশীদারীর কথা ভেবে এবং সেগুলো বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে সম্মিলিত কাজের সময় সর্বদা মনে রাখতে হবে।

ছবি ঃ ক্ষমতা ব্যবহারকারীদের পর্যবেক্ষণ ও দাবী পরিচালনা করার উদাহরণ- পশ্চিমবঙ্গে জলাশয়কে পাহারা দেবার কাজে ব্যবহৃত পাহারাঘর ও নৌকা। (সূত্র ঃ আর. আর্থার)

১) মানুষ অবশ্যই একত্রে কাজ করবে যদি তারা তার থেকে সুবিধা পায়

যদিও এটা অবশ্যম্ভাবী মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা সবসময় মানা হয় না। কখনো আমরা মনে করি যে যেহেতু আমরা ভাল ধারণা নিয়ে এসেছি, তার ফলে মানুষ আমাদের সাথে বা নিজেদের মধ্যে কাজ করবে। যাহোক, অভিযোজিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ মূল্যস্বরূপ। অতএব, এখানে স্বচ্ছতা, দক্ষতা গঠন, ক্ষমতা গঠন ও ব্যাখ্যাতে একটি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এটি প্রয়োজনীয়। শুধুমাত্র এর মাধ্যমে কি বিশ্বাস ও পারস্পরিক সম্মান গঠন করা সম্ভব হবে, যার মধ্যে সার্থক সহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জ্ঞানের ধরণ যোগানো থাকবে।

২) উপস্থিত সম্পত্তির ওপর তৈরী

শিক্ষণ অংশীদারী তৈরীর পদ্ধতি সম্পত্তি নির্ভর হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ আমাদের ফাঁক ও দুর্বলতাকে বড় করে না দেখে উপস্থিত ক্ষমতার ওপর তা তৈরী করা উচিৎ। অংশগ্রহণকারী অংশীদারদের বিভিন্ন দিক, দক্ষতা ও জ্ঞানকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা আছে

সিদ্ধান্ত দুই

ক্ষমতা	স্থানীয় গোষ্ঠী	সরকারী	বহিরাগত
পরিচালন নিয়ন্ত্রণ বানানোর ক্ষমতা	✓✓✓	✓✓	
পর্যবেক্ষণ ও দাবী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা	✓✓		
স্থানীয় সম্পদের জ্ঞান ও প্রয়োজন	✓✓✓	✓✓	✓
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান	✓	✓✓	✓✓✓
প্রথাগত গবেষণার দক্ষতা		✓	✓✓✓
অপরের অভিজ্ঞতা লাভ	✓	✓✓	✓✓✓
আর্থিক সম্পদ	✓	✓	✓✓
বিভিন্ন গোষ্ঠীগত দলগুলিকে একত্রে আনা ও অভিজ্ঞতা বন্টনের ক্ষমতা		✓✓	

টেবিল ঃ এই টেবিল দক্ষিণ লাও পিডিআর.-এ চিহ্নিত করা বিভিন্ন অংশীদারদের আপেক্ষিক ক্ষমতার প্রদর্শন করছে।

এবং তাদেরকে এই অংশীদারী ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা। তবু সরকার, পরিচালক, গবেষক ও সম্পদ ব্যবহারকারীদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন বৃহৎ সুবিধা এনে দেবে কিন্তু প্রায়শই এটি একটি বড় প্রতিযোগিতা। অনবরত বিভিন্ন দলগুলির প্রত্যেকের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং চিন্তা ও কাজের ধারা এর একটি জ্বলন্ত ঘটনা। এই চ্যালেঞ্জকে দিগায়িত করাই অভিযোজিত শিক্ষণের প্রাথমিক অঙ্গ।

উপরের টেবিল লাও ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা বিভিন্ন অংশীদারদের দক্ষতা ও ক্ষমতার প্রদর্শন করেছে। এই পদ্ধতির শুরুতে এই ক্ষমতা ও দুর্বলতার ব্যাখ্যাকরণ আমাদের তথ্য উদ্ভাবনায় প্রত্যেক দলের সম্ভাব্য দায়িত্ব ও পদ্ধতিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। এই কাজে ব্যবহার করা পদ্ধতিগুলি পৃষ্ঠ ১৬ ও ১৭ তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যেমন দেখা যাচ্ছে যে ক্ষমতার তারতম্য হয়, কিন্তু সতর্কীত পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা একে অপরকে পরিপূরিত করে এবং অংশীদারী গবেষণা পদ্ধতির সবার শিক্ষণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। (ডানে দেখুন)

৩) যথাযত বিনিময় পদ্ধতি গঠন

যথাযতও সময়মত তথ্য উদ্ভাবন ও অংশীদারী বিনিময় একান্ত প্রয়োজন। এর অর্থ স্থানীয় যথাযথ পথে শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার এবং একটি পদ্ধতি তৈরী করা যার মাধ্যমে মানুষ তাদের নিজেদের বোধ ও জ্ঞান গঠন করাতে পারে। এর জন্য শুরু থেকে একটি পরিষ্কার যোগাযোগ নীতি দরকার যা যোগাযোগের রাস্তা ও বিভিন্ন অংশীদারদেব মধ্যে যোগাযোগের উপযুক্ত পদ্ধতি ও মাধ্যম চিহ্নিত করবে। বিভিন্ন অংশীদারদের ভেতর ক্ষমতা ও দুর্বলতার চিহ্নিতকরণ আমাদের কার্যকরী তথ্য বিভাজনে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলিতে চিহ্নিত করা শুরু করতে সাহায্য করবে। আগামী পৃষ্ঠাগুলিতে বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

অংশীদারী গবেষণা সংগঠনের প্রযুক্তিগুলি ভাল ভাবে পুঁথিগত করা হয়েছে। (ভূমিকার জন্য ৫ম পরিচ্ছেদের সহায়িকা দেখুন) কিছু ধারণা এই পুস্তিকায় পরে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছদ

ভিত্তি স্থাপন -

ছবি ঃ একটি কার্যশালা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় জিনিসের চিহ্নিতকরণ ও সে বিষয়ে আলোচনা : আর ডি সি ২০০১- (সূত্র ঃ আর. আর্থার ও সি. গারাওয়ে)

উৎপাদনক্ষম শিক্ষণ অংশীদারীকে কি প্রভাবিত করে ?

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাতে অভিযোজিত শিক্ষার মূল নীতিগুলি বলা হয়েছে কিন্তু শুরুতেই এই শিক্ষণ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক রূপায়ণ কি দরকার তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক চাহিদা যা, সেই স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারকারীরা তাদের সম্পদ পরিচালন/সহ-পরিচালন শুরু করে দিয়েছে বা শুরু করতে আগ্রহী। আপনার সংস্থাকেও দাবীহীন উৎসাহী হয়ে এ সমস্ত মানুষদের সাথে কাজ করতে হবে, অন্যথায় যে কোনো শিক্ষণ অংশীদারী অবশ্যই অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারের ভাবনা চিন্তা করার আছে। নিম্নলিখিত কথা ও প্রশ্নগুলি আপনার ও আপনার সহকর্মীদের বর্তমান শিক্ষণ ক্ষমতা ও প্রয়োজনকে চেনাতে ও ব্যাখ্যা করতে তৈরী করা হয়েছে।

যদিও এটা শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কিন্তু সার্থক শিক্ষণ অংশীদারী তৈরীতে সমান উন্নতি ঘটাতে কিছু পরিস্থিতি আছে যার ওপর কাজ করা দরকার। বাস্তববাদী হবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে বর্তমানে কি অর্জন করা সম্ভব ও তা থেকে ভবিষ্যৎ গঠন করা। বর্তমান ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে সংস্থার নাটকীয় পরিবর্তনগুলি ছোট বর্দ্ধিত ধাপে দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের ওপর তথ্য পঞ্চম পরিচ্ছেদে পাবেন।

১) প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গীগুলি শিক্ষণের জন্য সদা উন্মুক্ত। এটি কেবলমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, সংগঠনগুলিকে নিয়ে তৈরী। সংগঠনের ভেতরে শিক্ষণের উন্মুক্ততা তাদের নানাভাবে প্রতীয়মান করে। নীচে কিছু বৈশিষ্ট দেওয়া হল।

সংগঠনের বৈশিষ্ঠতা	ভাবার মত প্রশ্নপত্রের কিছু উদাহরণ
সমালোচক ব্যাখার জন্য উন্মুক্ত	ক) আপনি কি সংস্থার কাজকর্ম পরিদর্শনের পদ্ধতি তৈরী করেছেন ? খ) আপনি কি নিয়মিত এই কাজকর্মের প্রদর্শণ ব্যাখ্যার জন্য মিটিং করেন এবং এতে যুক্ত সবার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে ? গ) আপনি কি আপনার সংস্থার লোকেদের ব্যর্থতার ব্যাপারে স্পষ্টবাদী ও সৎ হতে বলেন, এটাকে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা হিসাবে বিবেচনা করে ? বা ব্যর্থতাকে একটি ঋণাত্মক ব্যাপার হিসাবে ধরে পরবর্তী কালে তা সঠিক করার কথা বলেন ? ঘ) কিভাবে প্রদর্শন উন্নত করা যায়, এ ব্যাপারে আপনি প্রাণবন্ত ও ক্রমাগত আলোচনা করেন ?
শিক্ষার জন্য দক্ষতা গঠন ও কর্মচারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি দাবিহীন উদ্যোগ	ক) আপনার সংস্থার ভেতরেই কোন কার্যকারী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে ? খ) কর্মচারীরা কি সংস্থার বাইরে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিতে যান ? গ) এই লভ্য পাঠক্রম কি শিক্ষণ দক্ষতার উন্নতি ঘটায় ? শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রশিক্ষণ কিরকম চলছে ? ঘ) কর্মচারীরা কি প্রশিক্ষণ বাছাই করার ব্যাপারে জ্ঞাত হন এবং তাদের কি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয় ?
তথ্য বন্টনের পদ্ধতি	ক) পরিকাঠামে ও স্থানলভ্য পদ্ধতি কি কর্মচারীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত আদান প্রদানে সাহায্য করে। খ) তাদের কার্যকরী মতামত জানানো পদ্ধতি নতুন জ্ঞান আদান প্রদানে সহায়ক কি ?
সংস্থার নমনীয়তা	ক) যদি অংশীদারদের অংশগ্রহণ পদ্ধতিতে মূল পরিকল্পনা বদল করার দরকার হয়, কত পর্যন্ত এবং কত দ্রুত তা আপনার সংস্থা করতে পারবে ? খ) আপনি মূল লক্ষ্যে আবার ফিরে আসতে পারবেন ? আপনার নিজস্ব কার্য পদ্ধতিতে ? কার ওপর আপনি কাজ করছেন ? আয়ব্যয়ক অথবা সময়ের ওপর ?

২) অভিযোজিত শিক্ষার সমস্ত অংশীদারদের একত্রে আনা দরকার এবং একটি ধাপ পর্যন্ত ক্রীড়াভূমি গঠন করা যাতে সবাই প্রত্যক্ষ ও অর্থপূর্ণ ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করে। অভিযোজিত শিক্ষণ রূপায়ণে, সংস্থা হিসাবে আপনার মূল কাজ হল এই পদ্ধতিকে সুবিধা দান করা। কিন্তু মূল পদ্ধতি যা একে সাহায্য করে তা নীচে দেওয়া হল -

সংগঠনের বৈশিষ্ট	ভাবার মত প্রশ্নপত্রের কিছু উদাহরণ
সংগঠিত যোগাযোগ ব্যবস্থা সংযুক্তিকরণ	ক) আপনি কি সমস্ত প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ও আপনার সাথে তাদের সম্পর্ক কতটা ভালভাবে গঠিত? খ) আপনার কি তাদের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে ও কত সময়ের ব্যবধানে তাদের সাথে মুখোমুখি যোগাযোগ হয়? গ) প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের কি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে এবং তাদের সম্পর্ক কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত? ঘ) অংশীদারদের. মধ্যে সম্পর্ক নেই, বাধাগ্রস্ত না ভাল? আপনি কি কখনো সম্পর্ক উন্নতির কোন রাস্তা স্থাপন করেছেন?
পৃথক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধারণাযুক্ত মানুষের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের পদ্ধতি	ক) বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি ইতিমধ্যেই কি আপনার কাছে আছে এবং তা কি সর্বদা কার্যকরী? খ) আপনিকি নিজের সংস্থা ও বিভিন্ন পীড়িত মানুষের সাথে যোগাযোগের সময় রাখেন, বিভিন্ন দলের সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা কি? গ) আপনার কি যোগাযোগ দক্ষতায় প্রশিক্ষিত কর্মচারী আছে এবং সেই দক্ষতা কি আপনার সংস্থায় খুব প্রয়োজনীয় হিসাবে চিহ্নিত?
আলোচনা সভা ও কার্যশালার উপযুক্ত স্থান	ক) অংশীদারদের সাথে স্বাভাবিক পরিবেশে আলোচনা করার স্থান আপনার আওতায় আছে এবং তা কতটা উপযুক্ত ও সুবিধাযুক্ত? খ) তারা যদি আপনার কাছে না আসে, আপনি কি তাদের কাছে যেতে সক্ষম? গ) যদি অংশীদারদের না থাকে, আপনার কাছে কি তাদের সভাতে নিয়ে আসার উপযুক্ত পরিবহন বা সম্পদ আছে?

৩) যখন উপরোক্তগুলি শর্ত তৈরীতে সক্ষমতা তৈরী করে, অর্থযুক্ত অংশগ্রহণ যুক্ত সবার ধারণা ও দাবীহীন উৎসাহের ব্যতীত সম্ভব না এবং সম্পদ ও দক্ষতার মাধ্যমে পদ্ধতি দেখা। অংশীদারী সিদ্ধান্তের দ্বারা চুক্তিতে পৌছানো প্রায়শই কঠিন, সময় সাপেক্ষ ও দামী কাজ।

সংগঠনের বৈশিষ্ট	ভাবার মত প্রশ্নপত্রের কিছু উদাহরণ
সংগঠনের ইচ্ছা ও আদেশ	ক) আপনার সংস্থার সিদ্ধান্ত সংগঠনে গোষ্ঠীগত দলগুলির প্রত্যক্ষ ভূমিকা কি এর বৈশিষ্ট এবং অন্য সংস্থার বৈশিষ্ঠ্যের কিছু অংশের জন্য কি আপনি জবাবদিহি করতে বাধ্য (যেমন অর্থযোগানদার, সহ-সংস্থা ইত্যাদি)? খ) সংস্থাগত কাজকর্ম কি ইতিমধ্যেই 'বটম আপ', দাবী চালিত দৃষ্টিভঙ্গি-র মাধ্যমে সংগঠিত, না নির্দেশ উপর মহল থেকে আসে? গ) আপনার কি আরও নিচু থেকে উপরে পদ্ধতিতে কার্য সংগঠিত করার হুকুম আছে, যদি তা আপনি চেয়ে থাকেন? ঘ) আপনার সংস্থা কতটা নমনীয়? (পৃ-১০ এ প্রশ্নগুলি দেখুন) ঙ)
মানুষের দক্ষতা	ক) আপনার কি ইতিমধ্যে অংশীদারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্বরান্বিত করার দক্ষতা আছে, সুবিধা প্রদান অনুবাদ, সম্মতি গঠন, মিটমাট ও তর্কবিচার করার দক্ষতা এর অন্তর্গত। খ) যদি না থাকে, আপনি কি নিশ্চিত ভাবে এই দক্ষতাগঠন করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প এবং আপনি কি জানেন বাইরের কোথা থেকে এ ব্যাপারে আপনি সাহায্য পাবেন?

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের ওপর তথ্য পঞ্চম পরিচ্ছেদে পাবেন।

প্রথম পরিচ্ছদ

অভিযোজিত শিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়

এই পৃষ্ঠার লেখচিত্রটি অভিযোজিত শিক্ষণের ধাপগুলি এবং বাকী পুস্তিকার পরিকাঠামোগত সূচী উভয়ই প্রতিফলিত করছে। এই শিক্ষণ চক্রের সাথে, আমরা পদ্ধতিটিকে তিনটি ধাপে বিবেচনা করি। এইগুলি হল শিক্ষার প্রস্তুতি, শিক্ষণ ও শিক্ষার মূল্যায়ণ। এর প্রত্যেকটি নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে এগুলি পুস্তিকার পরবর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে গূঢ়ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ছবি ঃ পশ্চিমবঙ্গে কামার ডাঙ্গা গ্রামে সম্পদ পদ্ধতির সাধারণ বিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্যের জন্য গ্রামবাসীদের সাথে একটি সম্পদ চিহ্নিতকরণ কার্য প্রণালী (সূত্র ঃ আর. আর্থার)

শিক্ষণের প্রস্তুতি

প্রথম ধাপে আছে শিক্ষণের প্রস্তুতি (চিত্রের ডানদিকে ওপরের অংশ)। এই ধাপে আছে চারটি ভিন্ন কার্য যা রূপায়িত হবে ঃ অংশীদারদের চিহ্নিতকরণ এবং সম্পদ পরিচালনের বোঝাপড়া গঠনের পত্রে সক্ষম হওয়া, অংশীদারদের সাথে মিলে কোথায় বর্তমান প্রয়োজনীয়তা আছে ও বিশ্বাসে কোথায় দুর্বলতা আছে তা খুঁজে বার করা। বর্তমান কর্মপন্থা চিহ্নিত করা ও গোষ্ঠীগত দলগুলির মধ্যে ভাব বিনিময়, বর্তমান সুযোগ এবং তথ্য উদ্ভাবন ও অংশীকরণে ভবিষ্যতে বাধা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে।

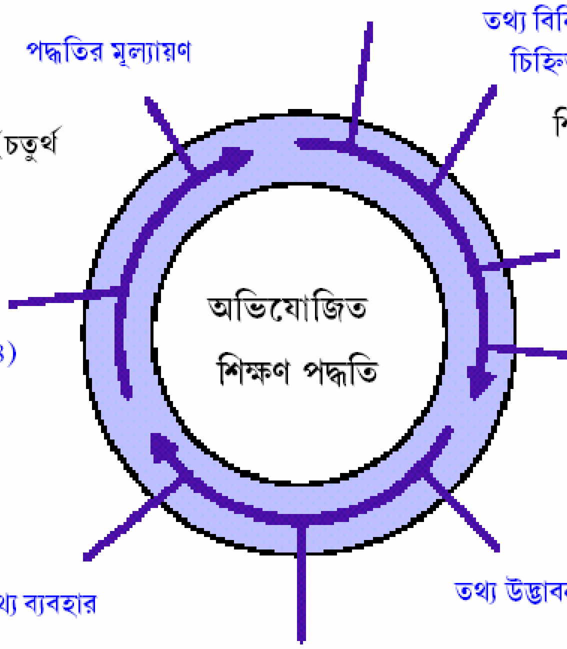

লেখচিত্র ঃ অভিযোজিত শিক্ষণ পদ্ধতি। পদ্ধতির প্রত্যেক প্রাসঙ্গিক অংশের বিশদ বিবরণের জন্য পুস্তিকার সঠিক ভাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একটি পরিকাঠামো

একসাথে এই কাজকর্ম অংশীদারদের মধ্যে সম্পদ বিষয়ে একটি সাধারণ বোঝাপোড়া গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা আপনার বিভিন্ন শিক্ষণের সুযোগ পর্ব চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ণ করার ভিত্তি জোগান দেবে। এই শিক্ষণ পন্থা যা প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ভাবন করবে, তৈরী করা হবে অংশীদারদের বিপদের প্রতি মনোভাব ও মূল্যের ওপর ভিত্তি করা কিছু প্রাপ্ত বাছাই নীতির মিশ্রণে।

শিক্ষণের প্রস্তুতি এই পদ্ধতির একটি কঠিন অংশ। এখানেই পরিচালন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কি তথ্য উদ্ভাবন করা হবে এবং কিভাবে, তার বিষয়ে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত তৈরী করা হয়। পদ্ধতির বাকি অংশে অংশীদারদের কি ভূমিকা বা দায়িত্ব থাকবে ও কিভাবে তথ্য বিনিময় করা হবে, তার ওপরও এখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যদিও প্রচুর অংশীদারী পদ্ধতিতে কার্য পরিকল্পনা বিভাগ থাকে, আমরা মনে করি যে অভিযোজিত শিক্ষণের পৃথক এবং এতে পরিকল্পনা ও শিক্ষণ বিশেষভাবে সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ, ***কাজের উদ্দেশ্যই*** শিক্ষণ। বর্তমান পার্থক্য বা পার্থক্য তৈরী হোক, শিক্ষণের ছক পরীক্ষামূলক নকশ নীতির ওপর ভিত্তি করেই হবে এবং তা অবশ্যই প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ভাবনে সাহায্য করবে।

শিক্ষণ

যেমন আগে বলা হয়েছে যে শিক্ষা সামগ্রিক ভাবে শুধুমাত্র তথ্য উদ্ভাবন নয় (আসলে এটা এত প্রয়োজনীয় নয়) বরং যাদের দরকার, তাদের কাছে কার্যকরী ভাবে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এটা দেখা খুবই দরকার, যে এই ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ এমনভাবে করা উচিৎ যাতে তথ্য আত্মীকরণ, ব্যবহার এবং নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

যখন নতুন জ্ঞান তৈরীতে এই তথ্য আত্মীকরণ করা যাবে ও এই জ্ঞানের আলোকে পরিচালন পদ্ধতি অভিযোজিত হবে (তথ্য ব্যবহার) তখন বলা যাবে যে শিক্ষণ শেষ হয়েছে। শিক্ষার ধাপগুলি শুধুমাত্র তথ্য উদ্ভাবনের কাজই করে না যেমন, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পরিদর্শণ পদ্ধতি, বরং সমস্ত প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের মধ্যে ভাগাভাগি করায় সেই পদ্ধতিগুলিকেও অন্তর্গত করে।

ছবি ঃ দক্ষিণ লাও পি ডি আর- এ পরিচালন পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে গ্রামীন প্রতিনিধিদের সাথে প্রাদেশিক ও জেলার মৎস্য আধিকারিকদের আলোচনা। (সূত্র ঃ আর. আর্থার ও সি. পারাওয়ে)

শিক্ষণের মূল্যায়ণ

আশাকরা যায়, এ পর্যন্ত নতুন তথ্য উদ্ভাবন এবং/অথবা বিভাজন হয়েছে এবং ফলে তা অনিশ্চয়তা কম করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালন উন্নত ও অভিযোজিত করবে। যাহোক, মূল্যায়ণ তবুও কঠিন। আমরা কি শিখেছি তার প্রতিফলন করতে সক্ষম অর্থাৎ সেই তথ্য কি পাওয়া গেছে, যা আশকরা হয়েছিল? যদি নয়, তবে কেন? আমরা কিভাবে শিখেছি তারও মূল্যায়ণ দরকার, অর্থাৎ যে পদ্ধতি আমরা শিখেছি, তাকি জ্ঞান বাড়াতে কার্যকরী? যদি নয় তবে কেন? যদি পদ্ধতি সফল ***ফলাফল ও পদ্ধতির*** এরকম জটিল প্রতিফলন কি বোঝাপড়া বৃদ্ধি করবে, পদ্ধতিগত অভিযোজন সক্ষম করবে এবং বৃত্তের ভবিষ্যৎ ভাববিনিময়ের কার্য সম্পাদনকে উন্নত করবে।

ছবি ঃ পশ্চিমবঙ্গের ট্যাংরামারি গ্রামে পরিকল্পনা সভা পরবর্তী যোগাযোগের কার্যকারীতা পরিদর্শনের জন্য তৈরী প্রশ্ন পত্রের উত্তর লিখছেন গ্রামবাসীরা। (সূত্র ঃ আর. আর্থার)

মূল শিক্ষণীয় বিষয় (প্রথম পর্ব)

কি ?

- অভিযোজিত শিক্ষণ আসলে একটি পরিচালন দৃষ্ঠিভঙ্গি যা খোলাখুলি স্বীকার করে যে অনিশ্চয়তা হল সবচেয়ে ভাল অনুশীলন এবং আমাদের কাছে এর সব প্রশ্নের উত্তর নেই। সম্পদ পরিচালনার সাথে সাথে অনিশ্চয়তার সাথে আপোষ না করে তাকে কম করার দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষেত্রে যেখানে গবেষণা ও শিক্ষণ, সিদ্ধান্ত তৈরীর পদ্ধতি থেকে আলাদা এবং যেখানে পরিচালনার আগে শিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়, সেখানে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রথাগত পরিচালন দৃষ্টিভঙ্গির অনেক অসামনজস্য দেখা যায়।
- শিরোনাম থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষণের ওপর জোর দেয়না একটি তিন ধাপ পদ্ধতিতে দেখা যায়, যেমন ঃ তথ্য উদ্ভাবন, তথ্য বিনিময় ও তথ্য ব্যবহার।
- অভিযোজিত শিক্ষা সহ-পরিচালনার একটি রূপ এবং এর জন্য দরকার সিদ্ধান্ত তৈরীর বিনিময়, শুধুমাত্র পরিচালন কার্য, তথ্য সংগ্রহ ও দাবি জানানোর দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়া নয়।
- সিদ্ধান্ত তৈরীর বিনিময়ে সকলের অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং কার্যকরী শিক্ষণ অংশীদার তৈরীর স্বার্থে এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল উপাদান হল তথ্য ও ধারণার যোগাযোগ ও বিনিময়ের কার্য প্রণালী গঠন করা।

কে ?

- সরকারী, বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও), স্থানীয় ব্যবহাকারী ও গবেষকদের মধ্যে মেলবন্ধন এই শিক্ষণ অংশীদারির ভেতর আসতেও পারে, কিন্তু কখনোই প্রবেশ নিষেধ নয়।
- এই সমস্ত মানুষদের একসাথে আনায় প্রত্যেকের বিশেষ ক্ষমতা, দক্ষতা ও জ্ঞান গঠনের সামর্থ তৈরী হয়, শিক্ষার গুণমান ও সুযোগ উন্নত হয় এবং সর্বোপরি প্রচুর মানুষ এর থেকে সুবিধা লাভ করে।

কখন এবং কোথায় ?

- দৃষ্টিভঙ্গিটি কিছু পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে সেখানে উন্নয়ন খাসে পুনরায় প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালন করা হয়। এর একটি বিশেষ ব্যবহার আছে সেখানে যেখানে গোষ্ঠীর শিক্ষণের ব্যাপারে ও এরকম পরিচালনার উন্নতির জন্য গোষ্ঠী সাহায্যে আশা আছে।
- কিছু পরিস্থিতি যেখানে নিম্ন প্রযুক্তি, কম মাত্রায় দক্ষতা ও প্রাপ্ত মূলধনের অভাব, সেখানে এই দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ব্যবহার যোগ্য। এসবক্ষেত্রে শুধু পরিচালন নয়, সেরা অনুশীলনও হয় অনিশ্চিত নয়তো অজানা, কিন্তু এই সমস্ত অনুশীলনকে রূপায়িত করার জন্য সম্পদেরও অভাব প্রকট।

কিভাবে ?

- রূপায়নের আগে আপনার সংস্থার এবং অন্য যারা এই পদ্ধতিতে সামিল হতে পারেন, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই পরীক্ষার মূল জায়গাগুলি হল ঃ আপনার সংস্থা কি শিক্ষণের জন্য উন্মুক্ত; যোগাযোগের পদ্ধতি ও কর্মজাল কি বর্তমান; এবং সেখানে কি অংশগ্রহণের জন্য দাবীহীন উৎসাহ আছে। এইসব বৈশিষ্ট্যর অনুপস্থিতি দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টায় ব্যর্থতা আনে এবং যা লাভ করা সম্ভব হয়েছে, তাকেও অসুবিধার সম্মুখীন করে। ফলস্বরূপ, বাস্তববাদী হওয়া প্রয়োজন।
- দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়নে তিন-ধাপ পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে ঃ শিক্ষার প্রস্তুতি, শিক্ষা ও শিক্ষার মূল্যায়ণ। এই রূপরেখার বাকী অংশের এটিই বিষয়।

অভিযোজিত শিক্ষণ

দক্ষিণ লাও পি ডি আর - থেকে একটি দৃষ্টান্তমূলক পাঠ

গোষ্ঠীভিত্তিক মৎস্য চাষ ও অভিযোজিত শিক্ষণ

ছবি ঃ সাভেন কাহেট প্রদেশের ডং নই গ্রামের মাছ ধরার দিন (সূত্র ঃ আর আর্থার এবং সি. গারাওয়ে।)

দক্ষিণ লাও পি ডি আর- এ মৎস্য চাষে সুবিধা বাড়াবার জন্য সরকার ছোট জলাশয়ে (১-২০ হেঃ) ছোট প্রজননশালা থেকে উৎপন্ন মাছ মজুত করতে উৎসাহিত করছে। সমগ্র গ্রামের সুবিধার্থে এই সমস্ত জলাশয় যৌথভাবে স্থানীয় গোষ্ঠীদ্বারা পরিচালিত হয়। আর্থিক রোজগারের পাশাপাশি অন্যান্য বস্তুগত সুবিধার উৎপাদনের জন্য এই গোষ্ঠীভিত্তিক মৎস্য চাষ কে পরিচালিত করা যায়, যেমন, গৃহকর্মের আকস্মিক প্রয়োজনে (যেমন শ্রাদ্ধ) গরীব মানুষদের মাছ যোগান, অ-বস্তু কেন্দ্রিক সুবিধা যেমন গ্রামের পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জলীয় সম্পদ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা। যেখানে এ সমস্ত বর্তমান সেখানে গোষ্ঠীভিত্তিক মৎস্য চাষ মুখ্য ভূমিকা লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, জীবনযাত্রার উন্নয়নে ও গ্রামীন উন্নয়নে, যেমন গ্রামীন বিদ্যালয়ের গোষ্ঠীগত রোজগার উৎপন্ন করা সম্ভব করেছে অথবা গ্রামের বিদ্যুৎ আনার জন্য সবার যোগদান।

যাহোক, অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে যখন মাছ মজুত করার সামর্থ্য উপকারী, তখন প্রাথমিক আশার তুলনায় ফলাফল (যেমন, উৎপাদন, লভ্যাংশের বন্টন, সংস্থাগত দীর্ঘস্থায়ীত্ব ইত্যাদি) প্রায়শই ভিন্ন। এতে আশ্চর্য কিছু নেই কারণ সেখানে আসলে কি ঘটবে সে ব্যাপারে অনেক অনিশ্চয়তা সব সময় ঘিরে থাকে সেখানে নতুন নির্দিষ্ট জৈব ও সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রযুক্তি রূপায়িত করা হচ্ছে। আবার নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়িত করছে যারা, তাদের যদি স্থান ও নীতি নির্দিষ্ট তথ্য না থাকে, তাহলে মজুতীকরণ ও পরিচালন কাজে লিপ্ত গ্রামবাসীরা অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানে পিছিয়ে থাকবে এবং একে অপরের থেকে সরে থাকার কারণে তাদের শিক্ষাও হবে খুব ধীরে। শিক্ষণ অংশীদারী থেকে গবেষক, বর্দ্ধিত কর্মী, জলাশয় পরিচালক এবং জলাশয় ব্যবহারকারীদের একত্রিত করে এই সমস্ত প্রয়োজনের জন্য ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশানাল ডেভেলপ্মেন্ট (ডি. ফি. আই. ডি. ইউ. কে) একটি প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। সাড়ে তিন বছরের বেশী সময় ধরে অন্যান্য অংশীদারদের সাথে সম্মিলিত হয়ে ৩৮ টি গ্রামের গোষ্ঠীভিত্তিক মৎস্য চাষ পরিচালন দল স্থানীয় প্রাসঙ্গিক পরীক্ষামূলক গবেষণা চালাচ্ছে। এই গবেষণায় যুক্ত মানুষরা নির্দিষ্ট করবে কিভাবে, কি, কেন, কখন এবং কোথায় গবেষণা হবে। এই গবেষণার সবদিক থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য দরকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতর পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বিভিন্ন চাহিদা ও প্রয়োজনের সংজ্ঞাকরণ, আলোচনা সুযোগ তৈরীর কার্যকরী রাস্তা খোঁজা, ভাবনার যোগাযোগ ও সামগ্রিক সিদ্ধান্ত তৈরী করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা। কিভাবে এটা করা হল, তার বহু বিবরণ এই নির্দেশিকার পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আছে। যদিও সামনাসামনি নয়, তবু এই পদ্ধতি এর সাথে যুক্ত সব মানুষের কাছে যুক্তিপূর্ণ সুবিধা এনে দিয়েছে।

জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে এই পরিচালন পরীক্ষা মাছ মজুতের নতুন সুপারিশ জারি করেছে। গ্রামীন সদস্যদের পুরোনো পরিচালন জ্ঞান ও তৎসহ গবেষণা পদ্ধতির সময় শেখা নতুন অভিজ্ঞতাকে কার্যকরী ভাবে আদান প্রদান করা হয়েছে। ফলতঃ সামাজিক ও আর্থিক সুবিধা এবং বিভিন্ন পরিচালন পদ্ধতির অসুবিধা সম্পর্কিত বহু মূল্যবান তথ্য উৎপন্ন হয়েছে। এই জ্ঞান বৃদ্ধির তাৎক্ষণিক ফলাফল স্বরূপ মাছ উৎপাদন গ্রাম্য গোষ্ঠীর রোজগার এবং যুক্ত সবার প্রযুক্তিগত ও আর্থ সামাজিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। যাহোক, বলা যাক যে এটা একমাত্র এবং সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা। পদ্ধতির বিকাশের ওপর জোর দিয়ে যথার্থ অংশীদারীকে শিক্ষণের মূল নীতি হিসাবে দক্ষতা উন্নয়ন এবং তথ্য উদ্ভাবন ও বিন্যাস কার্য বিভাজন ভবিষ্যতে শিক্ষণকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

কারা এতেসংযুক্ত থাকবে এবং কিভাবে ?

গ্রহণযোগ্য শিক্ষার প্রচেষ্টায় কারা উপযুক্ত সহকর্মী হবে তা প্রথমেই নির্বাচন করে নেওয়া দরকার। এই অধ্যায়ের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে অংশীদারদের একটি বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করা।

অংশীদারদের বিশ্লেষণ কি ?

একটি প্রক্রিয়াতে মূখ্য অথবা প্রধান অংশীদার চিহ্নিত করার একটি প্রচেষ্টা এবং এই ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্লেষণ করা হবে কারা প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনায় ইচ্ছুক অথবা প্রভাবশালী। আরো সহজভাবে, এটি একটি প্রশ্ন করার মতন যেমন ঃ কারা এতে সম্ভবপর উপকারী? কারা এতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে? অংশীদারদের মধ্যে ক্ষমতার পার্থক্য এবং সম্পর্ক কি রকম? তাদের এই সম্পর্কিত কি রকম প্রভাবশালী ক্ষমতা আছে? গ্রহণযোগ্য শিক্ষার অনুসন্ধানের সাথে যুক্ত আছে পরিচালনা এবং তার ফলে দুই ক্ষেত্রেরই দলকে যারা সাধারণতঃ একসাথে কাজ করে না, চিহ্নিত করা দরকার।

টিপ্পনী ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে অথবা বিবাদে অংশীদারদের অংশগ্রহণ আরো বেশী ভাবে নিশ্চিত করার পদ্ধতির সাথে অংশীদারদের বিশ্লেষণকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। অংশীদারদের বিশ্লেষণ হতে পারে 'পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশীদারদের প্রচেষ্টার' একটি পর্য্যায় কিন্তু কখনই এক জিনিস নয়।

অংশীদারদের বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্য্যায় আছে, কিন্তু এখানে একটি প্রস্তাবিত বাহ্য রেখা দেওয়া আছে, যাতে ১-৪ পর্য্যায় সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লেখা হয়েছে।

১) মূখ্য/প্রধান অংশীদারদের চিহ্নিত করা

২) অংশীদারদের আগ্রহ, বিশিষ্টতা এবং পরিস্থিতির অনুসন্ধান করা।

৩) অংশীদারদের মধ্যে কোন বিষয়ে এবং কোন পদ্ধতিকে আলোচনা অথবা কথাবার্তা হয় তা চিহ্নিত করা।

৪) অংশীদারদের ক্ষমতা এবং যোগ্যতার নির্দ্ধারণ করা।

৫) সুযোগের নির্দ্ধারণ করা এবং অগ্রগতির সহায়ক মূলক খোঁজকে কাজে লাগানো।

অংশীদারদের বিশ্লেষণে বিভিন্ন ভাবে খবর সংগ্রহ করা যায় তাহাদের মধ্যে আছে

অংশীদারদের বিশ্লেষণ করার পদ্ধতির জন্য নিম্ন লিখিত ওয়েবসাইট গুলি নিশ্চিতভাবে উপকারী। **http://www.iied.org/forestry/tools/four.html.** অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে লেখা আছে পঞ্চম পরিচ্ছদ।

১) প্রাথমিক ভাবে অংশীদারদের চিহ্নিত করার জন্য উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন

- কারা সম্ভবপর উপকারী?
- কারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে?
- কাদের থাকার অধিকার আছে?
- কাদের কোন জোর নেই?
- কারা এই পরিবর্তনের বিরোধী এবং বিরোধিকার পক্ষে কার্যকারী?
- কারা উদ্দেশ্যপ্রণিত পরিকল্পনার জন্য দায়ী?
- কাদের কাছে টাকা, দক্ষতা এবং সূচনা আছে?
- কাদের স্বভাবে সাফল্যের জন্য পরিবর্তন হয়েছে?

২) অংশীদারদের আগ্রহ, বিশিষ্টতা এবং পরিস্থিতির অনুসন্ধানের জন্য উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন

- অংশীদারদের অভিজ্ঞতা অথবা অংশ কি কি?
- অংশীদারদের জন্য কি কি লাভ এবং মূল্য আছে অথবা হওয়ার সুযোগ আছে?
- অংশীদারদের আগ্রহের সাথে প্রচেষ্টার লক্ষ্যর বিবাদ কোথায়?
- কোন সম্পদগুলিকে অংশীদাররা কার্য্যকারী করতে পারবে অথবা করার ইচ্ছা রাখে।

এখানে লিখিত প্রশ্নগুলি নেওয়া হয়েছে উপরোক্ত লিখিত "IIED" ওয়েবসাইট থেকে, ভাগ ৫ কে এইখানেও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. অংশীদারদের মধ্যে কোন বিষয়ে এবং কোন পদ্ধতিতে আলোচনা অথবা কথাবার্তা হয় তা অনুসন্ধান করার পদ্ধতি

"আই আই ই ডি" ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত একটি পদ্ধতি যা ইংরাজী অক্ষরের "চারটি আর" নামে খ্যাত, এই পদ্ধতিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

অধিকার	দায়িত্ব
সম্পর্ক	রাজস্বকর

এই বিষয়ে আরো বিশদে জানতে হলে দেখুন http://www.iied.org/forestry/tools/four.html.

৪. অংশীদারদের ক্ষমতা এবং যোগ্যতা নির্ধারণ করবার জন্য উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন

- কে কার উপরে নির্ভরশীল?
- কোন অংশীদাররা সংঘবদ্ধ?
- কিভাবে এই সংঘবদ্ধতা প্রভাবিত অথবা গড়ে উঠল?
- কাদের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে?
- কাদের খবরের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে?
- কোন সমস্যা, কোন অংশীদারদের প্রভাবিত করছে, তা প্রধান্য দেওয়া অথবা উপশম করা উচিত?
- কোন অংশীদারদের দরকার, আগ্রহ অথবা আশাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত?

অংশীদারদের চিহ্নিত এবং নির্দ্ধারণ করা

- প্রধান সংস্থার সদস্য অথবা অন্যান্য জ্ঞানী ব্যাক্তি দ্বারা চিহ্নিত করা।
- লিখিত তালিকা এবং জনসংখ্যা তথ্য দ্বারা চিহ্নিত করা।
- অংশীদারদের স্বনির্বাচন ঃ বিভিন্ন মিটিং- এ, খবরের কাগজে, রেডিওতে অথবা অন্যান্য স্থানীয় প্রচার মাধ্যম দ্বারা সংবাদ প্রসারে অংশীদারদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা হয়।
- অন্যান্য অংশীদারীদের দ্বারা চিহ্নিত এবং সত্যতা যাচাই করা। যেই সব অংশীদারদের আগেই চিহ্নিত করা হয়ে গেছে তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যেখানে তারা অনন্য সেই সব মূখ্য অংশীদারদের সম্বন্ধে মতামত দিতে পারবে যারা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ভাগ ১-৪ এর সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে গবেষণা করার পর, অংশীদারদের শ্রেণীবিভাগ করা যাবে এবং তালিকাভুক্ত সূচনা দ্বারা ভাগ ৫ কে চিন্তা করতে সুবিধা হবে।

অংশীদারদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু কিছু সাধারণতঃ ব্যবহৃতের মধ্যে পড়ে ঃ প্রাথমিক/দ্বিতীয়; প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে; ভালো/খারাপ সম্পর্ক; দূর্বল/শক্তিশালী যোগাযেগ; প্রভাব/গুরুত্ব।

এই শ্রেণীবিভাগ অবস্থার দ্বারা নির্দ্ধারণ করা হয়, যদি সাবধানতার দ্বারা ব্যবহারের সাহায্যে এটি মূখ্য সম্পর্ক এবং প্রভাবকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে এবং যারা এই প্রচেস্টাকে রূপায়ণের জন্য কাজ করছে তাদের জন্য প্রধান অংশীদারদের চিহ্নিত করে।

ছবি ঃ দক্ষিণ লাওতে "পি ডি আর" গবেষণাতে চিহ্নিত প্রধান অংশীদাররা

১) গ্রামবাসী

২) গ্রামের জলাশয়ের কমিটি

৩) জেলার প্রসার কর্মী

৪) প্রাদেশিক মৎস্য বিভাগের কর্মী

৫) বহিরাগত গবেষকগণ

(সূত্র ঃ আর. আর্থার, সি. গারাওয়ে এবং এম বুশ)

যোগাযোগ ব্যবস্থা

অংশীদারা কে তা চিহ্নিত করার পর পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে কি ভাবে তথ্যের আদান প্রদান হবে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করা, এর জন্য দেখতে হবে বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থা কি এবং তার সুবিধা ও সমস্যা যেমন আগের পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে শিক্ষণ শুধু নতূন তথ্যের প্রাপ্তি, আদান প্রদান এবং উপযোগ করাই নয় বরঞ্চ এটি হচ্ছে সংবাদ আদান প্রদানের বর্তমান ব্যবস্থাটিকে আরো উন্নত করা যাতে যে তথ্যগুলি ইতি পূর্বে আছে তার সর্বাধিক ব্যবহার করা, এটা সর্বদা মনে রাখা উচিত তথ্য না থাকা অপেক্ষা স্থিত কোন তথ্যের উপর - নিয়ন্ত্রণ না থাকা একটি বড় মাপের অনিশ্চয়তাকে সৃষ্টি করে। লাওর গবেষণা ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য শিক্ষা রূপায়ণ করার পূর্বে অংশীদারদের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা নিম্নরূপ -

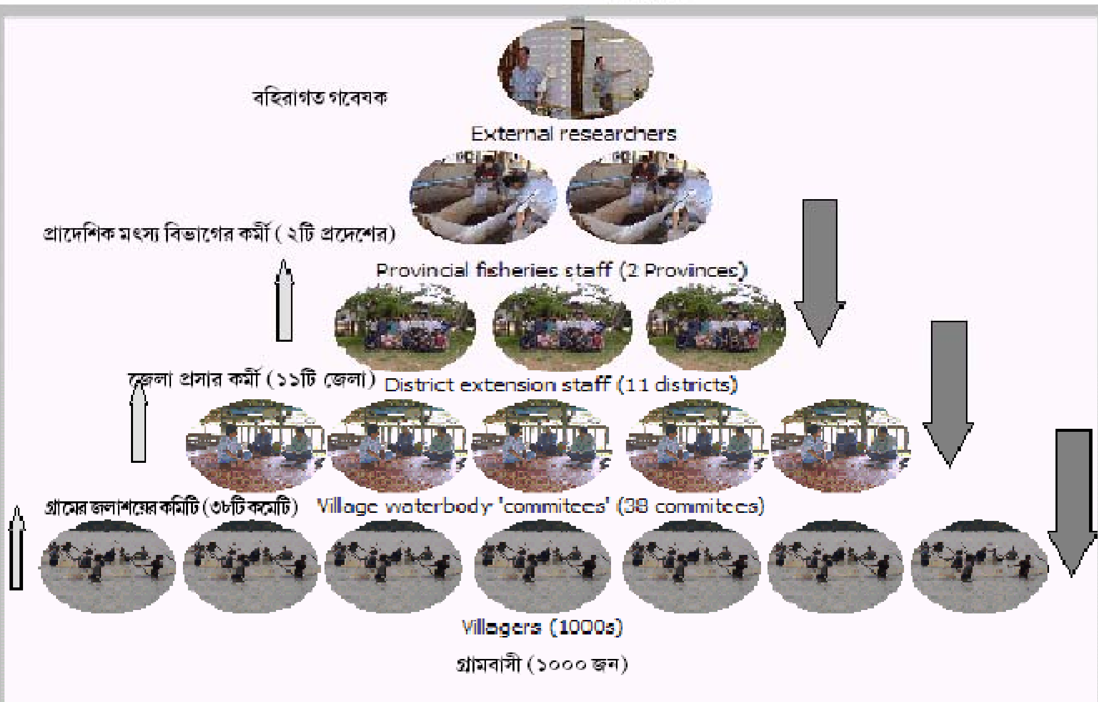

ছবি ঃ লাওপিডি আরে অভিযোজিত শিক্ষণের পূর্বে মূখ্য অংশীদারদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এই পদ্ধতি ছিল নীচের থেকে উপরে যাওয়ার ব্যবস্থা যেখানে সংবাদ প্রবাহের দিক ছিল নিম্নমুখী। কিছু কিছু তথ্য প্রবাহের ধারা ছিল এই ব্যবস্থার পিছন দিকে যেটার মাত্রা নগন্য। এখানে কোন পার্শ্ববর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না (যেমন বিভিন্ন অংশীদারদের দলের মধ্যে) এবং এমন কোন পদ্ধতিও ছিল না যার দ্বারা অন্যান্য অংশীদাররা বহিরাগত গবেষকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।

এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রচুর সুযোগকে কাজে লাগানো যায় নি। অনুসন্ধানরত সম্পদের প্রবন্ধক এবং উপভোক্তা ছিল গ্রামবাসী এবং গ্রামের কমিটি এবং তাদের এই বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল। যদিও, স্বাতন্ত্রভাবে পরিচালনা এবং অন্যান্য গ্রামের সাথে ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে এই অভিজ্ঞতা বন্টনের কম সুযোগের ফলে তাদের শেখার গতি ধীরে ছিল এবং অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপযোগ যতটা হওয়া উচিত ততটা হতে পারেনি এই রকম ভাবে, জেলা কর্মীদের জন্য - তাদের নির্দিষ্ট শক্তি ছিল গ্রামের সমস্যা এর প্রাধান্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং প্রথম নিজ অভিজ্ঞতা হচ্ছে সরকারের প্রসার কাজের প্রথম পদক্ষেপের প্রভাব। যদিও, সীমিত নীচের স্তরের থেকে উপরের দিকে প্রবাহিত তথ্য এবং অন্যান্য জেলা কর্মীদের সাথে খুবই কম যোগাযোগের সাহায্যে তারা তথ্য প্রবাহ এবং অন্যদের ব্যবহৃত পদ্ধতি শিখতে সত্যিই বিড়ম্বিত। অবশেষে প্রাদেশিক কর্মী তারাও নীচের স্তর থেকে প্রকৃত প্রয়োজনীয় এবং প্রাধান্যতার বস্তু সম্বন্ধে সংবাদ না পেয়ে, তারা বহিরাগত গবেষকদের বলতে পারতো না যে কি বিষয়ে গবেষণা জরুরী এবং বহিরাগত গবেষকদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কোন লাভ উঠাতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

একে অপরের সাথে যোগাযোগ জালিকা বিকাশ করা

এটি কোনমতেই এই অঞ্চলের অন্যান্য গতানুগতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মতন নয়, বিশেষ করে সরকারী প্রসার সেবার স্বরূপ নয়। লাও পি ডি আর এর উদাহরণে দেখা যায় যে সেখানে তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বন্টনের ক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগের ঠিকমতন ব্যবহার করা যায় নি।

কোন একটি পদ্ধতিতে যেটা দরকার সেটা হলো এই নীচুস্তরের থেকে উপরের স্তরের যাওয়ার পদ্ধতিকে এবং এর গতানুগতিক বিধিগুলিকে পরিহার করা। এটাও সত্যি যে এটা তৎক্ষণাৎ প্রতিকার করা সম্ভব নয় কিন্তু এর প্রতিকারের দিকে কাজ করে যাওয়া যায়। প্রথমতঃ এই পরিকাঠামোর মধ্যে উর্দ্ধদিকে সংবাদের প্রবাহ বাড়ানো এবং পার্শ্ববর্তী দিক দিয়ে সংযোজন (যোগাযোগ) বিকাশ সম্ভবপর। যদিও যখন সকল অংশীদারদের দলের কাছে একে অপরের সাথে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বন্টনের সুযোগ থাকে তখন শিক্ষণ পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী হয়।

করতে পারবে বলে আশা করা যায়। একই সময়ে, প্রস্তাবিত যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা গ্রামের কমিটিগুলি একে অপরের সাথে তথ্যের আদান প্রদানের সুযোগ পাবে এবং জেলা কর্মীদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। একমাত্র যোগাযোগ পথ যেটি অনেকটা আগের মতই থেকে গেল সেটি হচ্ছে গ্রামবাসীদের ক্ষেত্রে।

যদিও এটি সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত, কিন্তু সকল গ্রামবাসীদের এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে সামিল করা বাস্তবিক ক্ষেত্র সম্ভবপর হয় নি। তার পরিবর্তে তাদের মতামত ব্যাক্ত করার জন্য তাদের জন্য পরম্পরাগত পদ্ধতি রাখা হলো (গ্রামের কমিটির মাধ্যমে), তাদের দল থেকে খবর দেবার ও নেবার জন্য (কমিটির মাধ্যমে) সময় নির্ধারিত করা ছিল।

এর সাথে যখন কোন তথ্য জেলার কর্মীদের মাধ্যমে আসে, তখন বলা হয় তার মধ্যে কিছু বিবাদিত অংশ জড়িত থাকে, গ্রামের পরিদর্শণের ফলে গ্রামবাসীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যায়।

ছবি ঃ দক্ষিণ লাও পি ডি আর এ গ্রহণ যোগ্য শিক্ষার দরুন মূখ্য অংশীদারদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

সংবাদ প্রবাহের উপরোক্ত রেখাচিত্রটি লাও পি ডি আর এ ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন এটিতে দেখা যাচ্ছে, নীচুস্তরের থেকে উপরের স্তরের যাওয়ার পদ্ধতি অদৃশ্য এবং তার বদলে অংশীদাররা প্রত্যেকটি অন্যান্য দলের সাথে তথ্যের আদান প্রদান

অভিযোজিত শিক্ষার প্রচেষ্টায় এই নতূন বাঞ্ছিত "গোষ্ঠীর মৎস্য বিভাগীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা" কে সংযুক্ত করা হয়েছে। সঠিক কি ভাবে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা কাজ করে তা বর্ণনা করা হয়েছে পৃষ্ঠা ৩০-এ

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা

সম্পদের পদ্ধতিকে বোঝা

বিধি বলতে বোঝানো হচ্ছে সম্পদের ব্যবহারের পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং নীতি তৈরীতে তাদের অংশগ্রহণের বিধি।

প্রাকৃতিক সম্পদের পদ্ধতিকে বোঝার জন্য সেই প্রকার তথ্য ব্যবস্থা বিকাশের প্রয়োজন, এই পৃষ্ঠায় তার বহিঃরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদ্ধতির শিক্ষণের অংশের প্রস্তুতির আরেকটি পর্য্যায়। অনুসন্ধানের জন্য একটি পরিকাঠামো বানানো হয়েছে এবং কিছু পদ্ধতি যা তথ্য সংগ্রহের জন্য দরকারী হতে পারে তা দেওয়া হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট বিধিগত বিশ্লেষণ এবং নকশার পরিকাঠামোর উল্লেখ সহ বোঝাপড়ার বিকাশের ক্ষেত্রটি আলোচনা করা হবে, যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে। এই পরিকাঠামোর আরো বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন ওকারসন (১৯৯২)

আই এ ডি পরিকাঠামো

পরিকাঠামোর প্রাথমিক ধারনা হচ্ছে যে সম্পদ ব্যবহারের ফলাফল শুধু সম্পদের ভৌতিক এবং প্রযুক্তিগত বিদ্যার ব্যবহার দ্বারা বোঝা যায় না এর সাথে দরকার লোকজনের সাথে ইহার পারস্পরিক সম্পর্ক। এইগুলি তার পরিবর্তে প্রভাবিত করে, কিন্তু পুরোপুরি নির্ধারিত করে না, সম্পদ ব্যবহারের পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন নীতি নিয়মের প্রকৃতি এবং সম্পদের প্রকৃতির ক্ষেত্রে লোকদের মন্তব্য। সম্পদের পদ্ধতিকে প্রধানত চারটি বিভিন্ন দিক থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাঁ দিকে তাদের রাখা হয়েছে যারা সম্পদের ব্যবহার কর্মীদের কাজকে অথবা সম্পদকেই প্রভাবিত করছে, রেখাচিত্রের মধ্যেখানে আছে পারস্পরিক ক্রিয়া দৃষ্টান্ত যাতে সকল সম্পদ ব্যবহারকারীদের প্রত্যেকটি কাজের যোগফল প্রতিফলিত হচ্ছে। ডানদিকে আছে এই সকল পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলাফল। বিভিন্ন দিকের মধ্যেকার সম্পর্ককে তীরচিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে।

সম্পদের কিছু প্রাকৃতিক/প্রযুক্তিগত- গুণাবলী যেমন প্রাকৃতিক - উৎপাদন, যা সম্পদের ব্যবহারকারীর কার্যের ব্যাতীত সম্পদের ফলাফলকে স্বাতন্ত্র্যভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্বরূপ সম্পদের পরিমাণ বা আয়তন এবং তার দ্বারা সম্পদের ব্যবহারের উপর স্বচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রণ কার্য্যকারী করা যায়, যা হয়তো পরোক্ষভাবে সম্পদের ব্যবহারকারীদের কাজের ফলাফল দ্বারাও করা যায়।

একটি ফলাফল যা আমরা দেখছি, তা সকল লোকজন, সম্পদ এবং নীতি তৈরীর পদ্ধতির মধ্যের সম্পর্কের ফল এবং কেন ফলাফল এই রকম যা আছে তা হয়েছে বোঝার জন্য এই প্রত্যেকটি বিষয়কে আরো ভালোভাবে গবেষণা করতে হবে।

ছবি ঃ প্রচলিত সূত্রের বিশ্লেষণের জন্য পরিকাঠামো (ওকারসন ১৯৯২, পৃঃ- ৫৩)

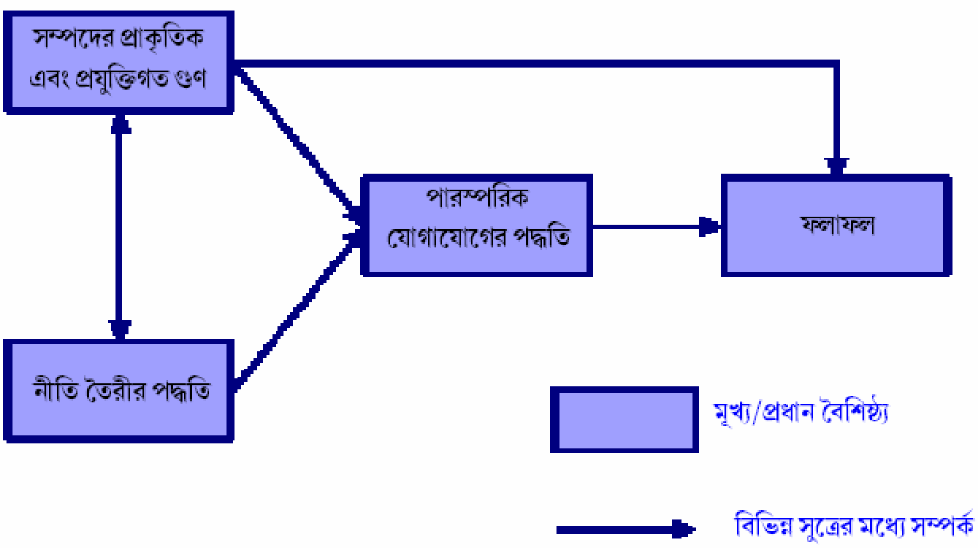

একটি বিধির পরিকাঠামো

পরিকাঠামোর মাধ্যমে কাজ করা

কার্য্যক্ষেত্রে পরিকাঠামোর ব্যাবহারের উপযোগী একটি পদ্ধতি হচ্ছে এর পিছন দিকে থেকে - অনুসরন করে কাজ করা (ডান দিক থেকে বাঁ দিকে) যেমন আমরা এই ভাবে জিজ্ঞাসা করবো কি হচ্ছে কারা সংযুক্ত আছে, কেন এটা হচ্ছে এবং কি ভাবে এটা হচ্ছে ?

প্রথমে পদক্ষেপ হচ্ছে পরিচালনার ফলাফল পরীক্ষা করা, এই ফলাফল কি সন্তোষজনক বলে গন্য এবং কারা এটা মনে করছে, এবং ফলাফল কি ভাবে সম্পদের প্রাকৃতিক, জৈবিক এথবা প্রযুক্তিগত গুন দ্বারা প্রভাবিত ? পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে সম্পদ ব্যাবহারকারীরা কি-করছে তা পরীক্ষা করা, যার মধ্যে পড়ে তারা নিয়মের অনুসরন করছে কিনা, এবং এবং এর থেকে বোঝা যায় কেন এই ক্ষেত্রে নিয়ম এবং সম্পদ দুটোই দেখতে হয় এবং কি ভাবে দুটো জিনিষ সংযুক্তভাবে ব্যাবহাকারীর কার্য্যকে প্রভাবিত করে।

এইভাবে পরিকাঠামোর মাধ্যমে কাজ করার ফলে পরিচালনার জড়িতে মূখ্য বিষয়গুলি চিহ্নিত করা যায় যেমন ব্যাবহারকারী গোষ্ঠীর আবশ্যক প্রাধান্য এবং লক্ষ্য - এটিকে কোন প্রাথমিক গবেষনার থেকে প্রাপ্ত চাহিদা। আই. এ. ডি. পরিকাঠামোর দ্বারা প্রযুক্তিগত এবং বিধিগত অনিশ্চিয়তার এক বিস্তৃত পরিধি কে চিহ্নিত করা যায় এবং পরিচালনা নীতি, সম্পদ ব্যাবহারকারী ও সম্পদের ফলাফলের মধ্যে যে সম্ভাবনাপূর্ণ কার্য্য কারন সম্বন্ধীয় যোগাযোগগুলি পূর্বে বিবেচিত হয়নি তা চিহ্নিত করা যায়।

সম্পদের পদ্ধতি এইভাবে বোঝার দ্বারা বর্তমান জ্ঞানের দ্বার পরিচালনা ব্যাবস্থার উন্নতির অথবা পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ পরিচালনার দ্বারা নতুন জ্ঞান আহরনের সুযোগকে চিহ্নিত করা যাযা। পরিচালনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুখ্য অংশগ্রহনকারীদের চিহ্নিত করার পক্ষে ইহা সাহায্যকারী যা হয়তো কোন কারনবশতঃ অংশীদারদের বিশ্লেষনের দরুন চিহ্নিত করা যায়নি।

পশ্চিম বাংলার ট্যাঙ্গরামারী গ্রামে সম্পদ ব্যাবহারকারীদের প্রাধান্য বোঝার জন্য অংশগ্রাহী পদ্ধতির ব্যবহার (সূত্রঃ আর আর্থার)

একটি সর্বসম্মত মতামত তৈরী করা

খবর সংগ্রহ করার পর এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তা সকল অংশীদারদের মধ্যে জানানো এবং আলোচনা করা ইহার দ্বারা সকল অংশীদারদের সম্পদের পদ্ধতির বিষয়ে পরস্পরে মধ্যে একটি বোঝাপড়া থাকবে এবং এটাও নিশ্চিত হয় যে আপনার এবং ব্যাবহারকারী গোষ্ঠীর আবশ্যকীয় ও প্রাধান্যের বিষয় একই ।

সম্ভাব্য পদ্ধতি

সম্পদের পদ্ধতির পূর্ণ-চিত্র পাবার জন্য বিভিন্ন তথ্যসূত্রী এবং পদ্ধতির ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয়স্তরের তথ্য সূত্র দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকায় সংবাদ পাওয়া যায় সম্পদের জৈবপ্রাকৃতিক গুনের নির্ধারনের জন্য প্রত্যক্ষ্য দর্শন এবং নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতির ব্যবহার করা যায়। অনান্য ক্ষেত্রে, যার মধ্যে আছে ব্যবহারকারীর আবশ্যকীয়, প্রাধান্য এবং সমস্যা, আমরা মনে করি অংশগ্রাহী গ্রাম্য বিশ্লেষনের (পি.আর.এ. পদ্ধতি এবং সাধন হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত

বিভিন্ন সাধন যেমন সারনী, মানচিত্র, সম্পদের শ্রেনী এবং অর্ধ রচনামূলক সাক্ষাৎকার হচ্ছে তথ্য সংগ্রহের উপযোগী মাধ্যমে এবং ইহা অংশীদারদের নিজেদের কাজকর্ম মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে এবং একই সাথে যোগাযোগ এবং বিশস্ত সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক। প্রশ্নাবলী এবং আবেদন পত্র অপেক্ষা অংশগ্রাহী গ্রাম্য বিশ্লেষন দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করা বেশী সুবিধাজনক কিন্তু এই কাজে আরো বেশী প্রশিক্ষনের দরকার আছে এটাকে যদি বাস্তবিক ভাবে ফলদায়ক রূপে ব্যাবহার করতে হয়।

অংশগ্রাহী গ্রামীন বিশ্লেষনের কিছু উপযোগী উদাহরন অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে পর্য্যায় এর নির্দেশিকার পদ্ধতির ৫ম পরিচ্ছদে।